Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 66
April-June 2021

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনার বিরূপ প্রভাব : সংকট উত্তরণে ইসলামী নীতিমালা

The Economical Impact of Covid-19 in Bangladesh: Policy Responses from the Islamic Perspective

Muhammad Mostofa Hossain*

ABSTRACT

The smack of the Covid-19 has jeopardized the global economy resulting in a catastrophic downturn. Different waves of the pandemic have already projected around 13% to 32% global trade decline. Bangladesh has also been undergoing its negative economic ramifications from the pandemic whack. Hence, in the future, Bangladesh has to take huge precautions in dealing with such challenges before they strike anew. The "public interest" is the prime objective of Islam; hence Islam, in ensuring the holistic wellness of human being in the multi-faceted crisis like pandemic, and guaranteeing economic safety, architects a variety of structure-based economic sectors. Being one of the biggest Muslim countries, Bangladesh, by implanting its economic programs through adopting those sectors may stand positive and effective in overcoming the crisis. In the present study, by adopting qualitative and quantitative presentation and using Islamic financial instruments, a number of policy-guidelines has been proposed whose proper appreciation may protect Bangladesh against the short-and long-term economic crises resultant from pandemic.

Keywords: Economical Crisis; Covid-19; Health; Islamic Policy.

সারসংক্ষেপ

কোভিড-১৯ মহামারীর আঘাতে বৈশ্বিক অর্থনীতি প্রবল নিম্নগতির সম্মুখীন। ইতোমধ্যেই মহামারীর কয়েক দফা প্রকোপ প্রায় ১৩% থেকে ৩২% সম্ভাব্য বৈশ্বিক বাণিজ্য ঘাটতির ঝুঁকি তৈরি করেছে। মহামারীর এ বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতিও ব্যাপক মন্দা পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। সে জন্য ভবিষ্যতে আবার নতুন করে এমন সংকটের মুখোমুখি হওয়ার আগেই বাংলাদেশের ব্যাপক পূর্বসতর্কতা অবলম্বনের কেনো বিকল্প নেই। 'জনকল্যাণ' ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য; তাই তা মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মহামারীর মত বহুমাত্রিক সংকটে মানুষের আর্থিক নিরাপত্তায় বিভিন্ন কাঠামোভিত্তিক অর্থনৈতিক খাত বিনির্মাণ করে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে সেসব খাতসমূহের আলোকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংকট উত্তরণে বাংলাদেশের ইতিবাচক ও অর্থবহ সম্ভাবনা রয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে মহামারীতে সৃষ্ট ও ভবিষ্যতে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রকোপ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে সমীক্ষা ও গুণগত গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণে ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোকে কিছু নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে, যেগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে মহামারীর স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সংকট থেকে সুরক্ষা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মূলশব্দ : অর্থনৈতিক সংকট, কোভিড-১৯, স্বাস্থ্য, ইসলামী নীতিমালা।

* Muhammad Mostofa Hossain is a PhD Researcher, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia. e-mail : shahinccc1@gmail.com

ভূমিকা

চীনে শুরু হওয়া করোনা মহামারী (Huang et al. 2020, 497) পৃথিবীর প্রায় ২১২টি দেশের উপর তীব্র আঘাত হানে (Mohiuddin 2020, 1), যার প্রেক্ষিতে পৃথিবীব্যাপী গড়ে ৩% থেকে ৬% পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পতন, বেকারত্বের হার ও তীব্র দারিদ্র্যসীমা বৃদ্ধির মত নানামুখী সংকট তৈরি হয় (Jackson, et al. 2020, 1)। এটি ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রায় ১১৪ মিলিয়ন বিদ্যমান কর্মসংস্থান সংহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনে এক দুর্বিষহ বিপর্যয়রূপে দেখা দেয় (ILO 2021, 1; Gopinath 2020)। অন্যদিকে ভাইরাসটির নতুন ঢেউ অনেক দেশে মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে দেখা দেয় এবং ভঙ্গুর অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাকেও ধূলিসাৎ করে দেয় (Jackson et al. 2020, 1)। রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর তথ্য অনুযায়ী ৮ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হলে সেটির দ্রুত সংক্রমণ ঠেকানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, কর্মক্ষেত্রে পূর্বসতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, সভা-সেমিনার ও সামাজিক-রাজনৈতিক অনুষ্ঠানাদি বাতিল ও স্থগিতকরণ, সীমান্ত বন্ধ করা, বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশনে করোনা সনাক্তকরণ কর্মসূচি (Begum et al. 2020, 144)। আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাকের আদেশ বাতিল ও বেসরকারি বিনিয়োগ বন্ধ হওয়ায় নিম্নমুখী রাজস্ব সংগ্রহ এবং পৌনঃপুনিক ঊর্ধ্বমুখী ব্যয়ের কারণে প্রায় ৭.৭% বাজেট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় (WB 2020, 87), যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বাণিজ্য সংকোচন, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যসীমা বৃদ্ধিসহ নানামুখী সংকট তৈরি করে। ইতোমধ্যেই নতুন ঢেউয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ১৪ এপ্রিল ২০২১ থেকে কয়েক দফা সর্বাত্মক লক ডাউন ঘোষণা করে, যা অর্থনীতির জন্য নতুন অশনি সংকেত হিসেবে দেখা দেয়। স্বাভাবিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও খাদ্যমূল্যের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্যমূল্য নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করলেও (Cudjoe et al. 2010; Mittal & Sethi, 2009) এবার মূলত (স্থানীয় ও

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) লকডাউন ও সীমান্ত বন্ধের কারণে পণ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া খাদ্যমূল্য নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে। তাই লকডাউন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও পাইকারী ও খুচরা বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিষয়টি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় (WB, 2020, 18)।

অন্যদিকে বৃহৎ উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ থাকায় বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নানা ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয় এবং তাদের ধারাবাহিক আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাঁটাইয়ের মত কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। আবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুঁজি ও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে করোনার আঘাতে সর্বস্ব হারিয়ে গ্রামীণ দরিদ্রতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সমীক্ষায় দেখা যায়, উপর্যুক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রায় ৮০% শহুরে ও গ্রামীণ উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়, এদের মধ্যে বড় একটি অংশ স্বাভাবিক জীবন-যাপন টিকিয়ে রাখার জন্য ঋণ গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়ে (Mohiuddin 2020, 1)।

করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের ভঙ্গুর অবকাঠামো, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর অপ্রতুলতা দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে উন্মোচিত করে। প্রায় ১৬৮.৫০ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশে মাত্র ১,২৭,০০০ টি হাসপাতাল-শয্যা, যার ৯১,০০০ টি সরকারি হাসপাতাল ও বাকিগুলো বেসরকারি হাসপাতালে। জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারে শয্যাসংখ্যা মাত্র ৭.৫ টি (Ibid.)। অন্যদিকে দেশে মোট আইসিইউ বিছানা ১২০০-এর চেয়ে কম, ভেন্টিলেটর আছে সর্বসাকুল্যে ১৭৬৯ টি (Ibid., 4)। এই অবস্থা দেশের স্বাস্থ্যখাতের ও অর্থনৈতিক রুগ্ণতারই বহিঃপ্রকাশ। কৃষি ও সেবাখাতে দৈনিক ৩৩ বিলিয়ন টাকা লোকসানের বিষয়টিও বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসে (Ibid., 1)। মোটকথা, করোনা বাংলাদেশের অর্থনীতির সার্বিক উৎসকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও অস্থির করার পাশাপাশি অর্থনীতির অব্যবস্থাপনা ও দুর্বলতার বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে। করোনার নতুন ঢেউ ইতোমধ্যে আবার আঘাত হেনেছে। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য বিকল্প টেকসই অর্থনীতির আলোকে চলমান সার্বিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা মূলত উন্নত নৈতিকতা, আর্থ-সামাজিক সুবিচার, টেকসই অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সর্বজনীন সন্তোষজনক জীবিকা নিশ্চিতকরণ, সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের মত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে তার মূল লক্ষ্য অর্জন করতে চায় (Chapra 1983, 2)। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রায়োগিক বিষয়সমূহ অর্জনে কোভিড-১৯ দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম (Al-Qurān, 2:19) মানুষের আপৎকালীন সংকট নিরসন ও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার নিমিত্তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমাধান উপস্থাপন করে। সেসব সমাধানের উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার পরিচালনা করত। বাধ্যতামূলক (Al-Qardawī 2010, 62) এবং ঐচ্ছিক (Khan 2001, 75) দানের আলোকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার সচল রাখার ক্ষেত্রে সেসব

সমাধান রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হত। করোনার অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব দূরীকরণ, রাজস্ব ঘাটতি থেকে উত্তরণ ও দরিদ্রতা নিরসনে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ হিসেবে তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী অর্থনীতির সমাধানসমূহের আলোকে নীতিমালা প্রণয়নের খুবই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে করোনার কারণে সৃষ্ট বাংলাদেশের অর্থনীতির ঝুঁকিসমূহের উপর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার পাশাপাশি সেসব থেকে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যেকোন অর্থনৈতিক ঝুঁকি থেকে উত্তরণে ইসলামী অর্থনীতির কাঠামো ও প্রায়োগিক নীতিমালা তুলে ধরা হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনার বিরূপ প্রভাব

কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত থেকে বাংলাদেশ যথাক্রমে প্রায় ১৮%, ২৯% ও ৫৩% জিডিপি অর্জন করে। এসব খাত করোনার ভয়াল থাবায় ক্ষতিগ্রস্ত (BER 2019)। ২০১৯ সালে যেখানে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের হার ছিল শতকরা ৮%, ২০২০ সালে করোনা মহামারীর প্রভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ উল্টো গতিতে ৩% এরও বেশি নিচে নেমে আসে (Mohiuddin 2020, 5), যার শতকরা হার প্রায় -৫.৮% (BER 2020)। অর্থনীতির এ দুরবস্থা মূলত দেশের মোট জিডিপির ৮০% বা মোট রপ্তানি আয়ের ১৩% যোগানদাতা পোশাকশিল্প খাতে ব্যাপক ক্রয় আদেশ বাতিল (Mohiuddin 2020, 5), বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি ও সীমান্ত বন্ধ, সেবাখাত, চাহিদা-সরবরাহ, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ, অভ্যন্তরীণ ও সরকারের সঙ্গে সরকারের (G2G) অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম স্থগিত হওয়ার কারণেই সৃষ্টি হয়। যেমন, পদ্মা সেতু, পদ্মা রেলসংযোগ, কর্ণফুলী সুড়ঙ্গপথ ও বৃহত্তর ঢাকা টেকসই যোগাযোগ প্রকল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক মেঘা প্রকল্পসমূহের ধারাবাহিক কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হয়ে (Begum et al. 2020, 146) সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা এবং প্রকল্পসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করে।

করোনায় রাজস্ব আদায়ে নিম্নমুখিতা এবং পৌনঃপুনিক উচ্চব্যয়ও মূলত অর্থনৈতিক মন্দায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে, মাঝারি পর্যায়ের জিডিপি বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও এখনো অর্থনীতির নিম্নমুখী ঝুঁকিসমূহ পুরোদমে বিদ্যমান যা জিডিপি বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও সংকোচনে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সক্ষমতার অভাবে গ্রামীণ দরিদ্রতার হার ৮০% এ গিয়ে ঠেকেছে (Mohiuddin 2020, 1) যা মূলত ২০২১ সালের অর্থনীতির জন্যও অশনি সংকেত (WB 2020, 36)। উপার্জনের উৎস বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে শুধু রাজধানী ঢাকাতেই প্রায় ৭ মিলিয়ন বস্তিবাসী চরম দুর্দশার শিকার হয়েছে (Hasan 2020, N.P)। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সমীক্ষা অনুযায়ী, করোনা মহামারীর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রায় ৯ মিলিয়ন বিদ্যমান কর্মসংস্থান

সংকোচনের সম্ভাবনা দেখা দেয়, যার ক্ষতি প্রায় মোট ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ (*Daily Star*, Mar. 8, 2020)।

অন্যদিকে করোনার সুরক্ষাসামগ্রী বিশেষ করে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রীতে অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফালোভী নির্দয় মানসিকতাও পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে সতর্ক থাকার জন্য সুয়োমুটো আদেশ দিতেও দেখা যায় (Saha 2020)।

শুধু কৃষি অর্থনীতিতেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪৫৮,০০০ ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হন, যার মোট লোকসান ৬৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (*Daily Star*, Mar. 8, 2020)। যেমন, করোনা সংক্রমণের পর থেকেই বাংলাদেশের কৃষি খামারসমূহের মধ্যে ০.৩ মিলিয়ন দুগ্ধ ও ৬৫ থেকে ৭০ হাজার বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার অস্তিত্ব সংকটে পড়ে (Rahman & Das 2021, 1)। করোনার প্রেক্ষিতে দুগ্ধ খামারসমূহে প্রতিদিন গড়ে ১২ থেকে ১৫ মিলিয়ন লিটার দুধ অবিক্রীত থেকে যাওয়ার ফলে প্রতিদিন প্রান্তিক দুগ্ধ খামারিদের প্রায় ৫৭০ মিলিয়ন টাকা বা ৬.৭ মিলিয়ন মার্কিন মুদ্রা লোকসান গুনতে হয় (Begum et al. 2020, 147; Rahman & Das 2021, 1)। মোট দেশজ চাহিদার ৭০% দুগ্ধ উৎপাদনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৯.৯ মিলিয়ন টন দুধ উৎপাদন করে, কিন্তু করোনার কারণে উৎপাদিত দুধ অবিক্রীত থাকা এবং কখনও কখনও বাধ্য হয়ে উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্যে বিক্রি করার কারণে দুগ্ধ খামারিরা (মানসিক ও আর্থিক) হতাশায় ভুগতে থাকে (Roy 2020)। অপর দিকে পোল্ট্রি শিল্প থেকে ভাইরাস ছড়াতে পারে এ ধারণার বিস্তৃতির কারণে মুরগি ও ডিমের চাহিদায় ব্যাপকভাবে হ্রাস পরিলক্ষিত হয়, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী মুরগী ও ডিমের চাহিদা ব্যাপকহারে হ্রাস পাওয়ায় পোল্ট্রি শিল্প প্রায় ১১৫০ কোটি থেকে ১৬৫০ কোটি টাকার লোকসানে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে (Begum et al. 2020, 147)। অন্যদিকে শুধু রপ্তানিযোগ্য সবজিতেই বাংলাদেশ অন্তত ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার লোকসান করে বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় (Ibid.)।

করোনার নেতিবাচক প্রভাবে শিল্প অর্থনীতির অবস্থা আরো করুণ আকার ধারণ করে, বিশেষ করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক শিল্প, যেখান থেকে বাংলাদেশ সরকার ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে প্রায় ৪০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জন করে (Choudhury 2020)। দেশের মোট জিডিপির ৮০% রপ্তানি আয় থেকে আসে (Laura et al. 2021, N.P; Mohiuddin 2020, 5)। এই খাত নানামুখী সংকটের মুখোমুখি হয়; একদিকে কাঁচামাল সংকটের কারণে চাহিদা-সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যদিকে গণহারে রপ্তানি আদেশ বাতিল এক ভয়াবহ সংকট তৈরি করে। মার্চ ২০২০, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি সিএনবিসিকে জানান, প্রায় ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ তৈরি পোশাক আদেশ বাতিল ও স্থগিত হয়, যেটি পরবর্তী সময়ে আরো ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (Choudhury 2020)। বিজিএমইএ-এর তথ্যমতে, ২০২০-এর এপ্রিল মাসের শুধু প্রথম ১৫ দিনেই ২০১৯

সালের এই সময়ের তুলনায় মোট ৮৪% তৈরি পোশাক রপ্তানির নিম্নগামিতা পরিলক্ষিত হয় (Laura et al. 2021, N.P)। সংস্থাটির অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায়, জানুয়ারি ২০২১-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদ্যমান আদেশের আরো প্রায় ২৪% স্থগিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এপ্রিল-মে ২০২১ নাগাদ মোট ৩০% আদেশ বাতিল নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা হয় (Ahmed 2021)। একক মহাদেশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের মোট প্রায় ৬০% তৈরি পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় গ্রাহক (Choudhury 2020), যেখানে মোট আমদানি আদেশ বাতিল হয়েছে প্রায় ১৯%। একক বৃহত্তর গ্রাহক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আমদানি আদেশ বাতিল করেছে প্রায় ১৬% এবং কানাডার আমদানি আদেশ বাতিল হয়েছে সর্বোচ্চ ২৫% পর্যন্ত (Ahmed, 2021)। সুতরাং তৈরি পোশাক শিল্পের এ দুর্দশা মালিকদের পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে এ শিল্পের প্রায় ৪.১ মিলিয়ন কর্মচারীকেও (Choudhury 2020) সমানভাবে মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি করে। শুধু ২৫০০০ টাকা বা ২৯৫ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ হাসপাতাল খরচ পরিশোধ করতে না পারায় করোনায় চাকুরি হারানো তৈরি পোশাক শিল্পের এক দম্পতির নবজাতক সন্তান বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে, যদিও পরে পুলিশ প্রসাশনের মধ্যস্থতায় বিষয়টির সুরাহা হয় (*Prothom Alo*, May 2, 2020)। অন্যদিকে পরিবারের আহার জোটাতে পোশাক শিল্পের অনেক কর্মচারীকে সবজি বিক্রি করতেও দেখা যায় (Kabir et al. 2020, 1)।

ঔষধশিল্পও করোনার অন্যতম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। বাংলাদেশে এ শিল্পের ৯৫% কাঁচামালই আমদানিনির্ভর। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত এসব কাঁচামাল সরবাহের মূল উৎস, যাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার কাঁচামাল আমদানি করে থাকে (Begum et al. 2020, 147)। করোনার কারণে কাঁচামাল আমদানি বন্ধ থাকার ফলে এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালের বেশিরভাগ ডাক্তারই রোগী দেখা থেকে বিরত থাকেন, শুধু ২০২০-এর এপ্রিল মাসে প্রায় ৭০% ঔষধ বিক্রয় প্রতিনিধি নিষ্ক্রিয় সময় কাটান, যার কারণে প্রায় ৮০% ঔষধ ব্যবস্থাপত্র এবং ২০-৩০% ঔষধ বিক্রয় কমে যাওয়ার নজিরও দেখা যায় (Mahmud et al. 2020)।

করোনার প্রভাবে সেবাভিত্তিক অর্থনৈতিক খাতেরও বেহাল অবস্থাও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেবাখাতসমূহের ক্ষেত্রে শুধু উন্নয়ন ও উপযোগ (ডেপেলপমেন্ট এন্ড ইউটিলিটি) খাতেই প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং যোগাযোগ প্রশাসন খাতে ৩৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার লোকসান হয় (*Daily Star*, Mar. 8, 2020)।

করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অর্থনীতির ভয়াবহ রুগ্নতাও চোখে পড়ার মত। মোট জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সব মিলিয়ে মাত্র ৭.৫ টি হাসপাতাল-শয্যা এর প্রকৃত উদাহরণ। অন্যদিকে করোনা পরীক্ষার জন্য শুরুর দিকে সরকারের হাতে মাত্র ১ হাজার পরীক্ষাযন্ত্রের মজুদ থাকার বিষয়টিও ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয় (Anwar et al. 2020, 3), তার মধ্যে আবার অনেকগুলো ভুল পরীক্ষা সেসব যন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে ব্যাপক প্রশ্নের জন্ম

দেয় (Haque 2020, 564)। শুরুর দিকে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এর তত্ত্বাবধানে প্রতি মিলিয়নে ৬৮জন হারে মাত্র ১১২২৩ জনকে করোনা পরীক্ষা করা হয় (Mozid, 2020)। অন্যদিকে করোনা প্রতিরোধে সরকার ব্যাপকহারে টিকাদান কর্মসূচি হাতে নিলেও প্রথম ডোজ টিকা দেওয়ার ৮ সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজ টিকা দেয়ার কথা থাকলেও (*Daily Star*, Feb. 16, 2021) তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ার পাশাপাশি নতুন করে ব্যাপকহারে করোনা সংক্রমণ (*Bangladesh Protidin*, Mar. 29, 2021) জনমনে স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা ও ভঙ্গুর ব্যবস্থাপনা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এসবই মূলত স্বাস্থ্য-অর্থনীতির রুগ্নতা ও সমন্বয়হীনতার চিত্রই ফুটিয়ে তোলে।

করোনার আরেক ভয়াবহ শিকার শিক্ষা অর্থনীতি, কওমি মাদ্রাসা ছাড়া[১] (Ali 2020) ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে (MOE 2020) দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার পর দফায় দফায় সময় বৃদ্ধি করা হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ খুলে দেওয়ার ব্যাপারে সরকার এখন পর্যন্ত (১৪ জুন ২০২১) কোনো নীতিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। এর ফলে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মোট ৩,৫৭৮,৩৮৪ জন, প্রাথমিক স্তরে ১৭,৩৩৮,১০০ জন, মাধ্যমিক স্তরে ১৫,৮৬৯.৫২০ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মোট ৩,১৫০,৫৩৯ জন শিক্ষার্থীসহ সর্বমোট ৩৯,৯৩৬, ৮৪৩ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়েছে (Begum et al. 2020, 150)। শিক্ষায় সংকট নিরসনে সরকার অনলাইন ও সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে দূর-শিক্ষণ পদ্ধতি চালু করলেও বিদ্যুৎবিভ্রাট, দরিদ্রতা, ইন্টানেটের চড়া মূল্য, (Ali, 2020) ডিভাইস ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধার অভাবে প্রায় ৬৮% শিক্ষার্থীই এই দূর-শিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি (Sanjan 2021)। যার ফলে অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা শিশুশ্রম এবং মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে মাদকাসক্তি ও চুরি-ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যা ভবিষ্যতে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। কিছু কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ খোলা থাকলেও (Ali 2020) করোনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা বা কিন্ডারগার্টেনসমূহ। দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন, প্রি-প্রাইমারি, প্রি-ক্যাডেট ও প্রিপারেটরি স্কুলগুলোর প্রায় ১০ লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন (Jiku 2020)। প্রায় ৫ শতাধিক কিন্ডারগার্টেন স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আরো সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের পথে রয়েছে, যার কারণে কয়েক লাখ শিক্ষক-কর্মচারী বেকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে (Ibid.)। সারা দেশে কিন্ডারগার্টেন, প্রি-প্রাইমারি, প্রি-ক্যাডেট ও প্রিপারেটরি পর্যায়ে ৬০ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশির ভাগই ঢাকায় অবস্থিত (Ibid.)। এ সবের ৯০% এর মত প্রতিষ্ঠানই ভাড়া বাড়িতে স্থাপিত এবং টিউশন ফি থেকেই সেসব বাড়ি ভাড়া আদায় করা হয় (Ibid.)। সারা দেশে ১০ লক্ষাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন বিধায়

১. এপ্রিল ২০২১ থেকে কওমি মাদ্রাসাও বন্ধ রয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বাড়ি ভাড়া, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা। বহু প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কেউ আবার বিদ্যালয় বিক্রি করে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকে পড়েছে (Ibid.)। আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনজন শিক্ষক আত্মহত্যা ও ১১ জন স্ট্রোক করে মারা যাওয়ার মত ঘটনাও ঘটেছে (Ibid.)।

বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৩ মিলিয়ন প্রবাসীর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেমিটেন্স-অর্থনীতিতে বার্ষিক ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জন করে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি (Karim, Islam, & Talukder, 2020, p. 1) মোট জিডিপির ১২% জোগান দিয়ে থাকে (BMET 2021)। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশিরভাগ সূচকই নিম্নমুখী হলেও রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল আশাজাগানিয়া। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ১০৪২ কোটি মার্কিন মুদ্রা দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি (Shovon 2020)। তবে হঠাৎ করে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ মূলত বাংলাদেশে করোনার প্রাদুর্ভাব; কারণ প্রবাসীরা নিজেদেরকে অনিরাপদ রাখলেও দেশে অবস্থানরত পরিবার-পরিজনের শারীরিক ও আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। তাই নিজেদের সঞ্চয় থেকে কিংবা ঋণ করে হলেও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে সচেষ্ট থাকেন। তবে রেমিটেন্সের এই ইতিবাচক প্রবাহ অব্যহত রাখা কতখানি সহজ হবে তা সময়ই বলে দেবে। কারণ প্রবাসীরা কর্মরত প্রায় সব দেশেই করোনার সংক্রমণের কারণে ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেক সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। যার কারণে তাদের কেউ কেউ স্থায়ী চাকুরি হারিয়েছেন অথবা কম বেতনে কোনোভাবে চাকুরি টিকিয়ে রেখেছেন (Palma 2020)। টেক্সি চালানো, রেস্টুরেন্টে কাজ করা, দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমদান, নির্মাণশিল্প প্রকল্প, কারখানার শ্রমসহ খণ্ডকালীন কিংবা স্থায়ী কাজ অনিশ্চিত সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে (Karim et al.,2020, 2) সেখানে বসবাসরত শ্রমিক বা ব্যবসায়ীরা দেশে পরিবারের কাছে স্বাভাবিক সময়ের মতো টাকা পাঠাতে সক্ষম নাও হতে পারেন। যা প্রত্যক্ষভাবে রেমিটেন্স প্রবাহে ব্যাপক ঝুঁকি তৈরির দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে (Shovon 2020) এবং পদ্মা সেতুর মত দেশের বড় বড় প্রকল্পকে বাধাগ্রস্ত করবে (Shakhawat & Rashidul 2012)। অন্যদিকে কয়েক হাজার বাংলাদেশি প্রবাসী যারা ছুটিতে এসে দেশে আটকা পড়েছেন তাদের অনেকেই কর্মরত দেশসমূহে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় কাজে কিংবা ব্যবসায় যোগদান করতে পারছেন না (Palma 2020)। ইতোমধ্যে অনেকেরই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নিজের চাকুরি কিংবা সেসব দেশে বিনিয়োগকৃত সম্পদ সংরক্ষণ নিয়ে তাদের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে, যদিও অনেককেই ইতঃমধ্যে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলতে দেখা গেছে। ফলে তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। এই দুরবস্থা সামাজিক মূল্যবোধ ও আইন-শৃঙ্খলায় ব্যঘাত ঘটাবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

ফাইনান্স ও ব্যাংকিং খাত দেশের অর্থনীতির নাভি হলেও বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত করোনা মহামারীর আগ থেকেই বিভিন্ন মৌলিক কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ, মুনাফা হ্রাস, বিভিন্ন দক্ষতা-ভিত্তিক সূচকসমূহে অবনতি, সরকার গৃহীত বিভিন্ন ঋণ পুনর্গঠন ও করোনায় আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকায় বেসরকারি খাতে ঋণের চাহিদা কমে যাওয়া ব্যাংকিং খাতে দুর্বলতার মূল কারণ। গ্লোবাল কম্পিটেটিভনেস রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ৩৮.৩ এবং ব্যাংকিং স্তর ১৪১ এর মধ্যে ১৩০তম এবং অনাদায়ী ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ৮৩, যেটি ১৪১ দেশের মধ্যে ১০০তম অবস্থান (Schwab 2019, 85)। ইতোমধ্যেই এক বিতর্কিত ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ প্রস্তাবনার মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ ২০১৯ সালের শেষ তিন মাসে ৫০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ২২হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ বিযুক্ত করে (Mahmud et al. 2020)। অনাদায়ী ঋণ মূলত ব্যাংকিং খাতে এক ভয়াবহ হুমকি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায়ে অক্ষমতা আমানতকারীদের মধ্যে ব্যাংকের আমানত সংরক্ষণ দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়াতে আমানত প্রবৃদ্ধি হ্রাস ও অনাদায়ী ঋণ বৃদ্ধির কারণে ব্যাংকসমূহ তারল্য সংকটে পতিত হয় (Ghosh & Saima 2021, 3)। অন্যদিকে করোনার কারণে চাকুরি হারানো আমানতকারীরা তাদের সঞ্চয় উত্তোলন করার পাশাপাশি অর্থনীতির অন্যান্য খাতে স্থবিরতার কারণে ব্যাংকসমূহে বিনিয়োগ প্রবাহে ধস নেমেছে বলা চলে। এই সংকট ব্যাংসমূহকে আরো নানামুখী ঝুঁকিতে ফেলতে পারে; তার মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ গ্রহণ ও প্রদান মন্থর হয়ে যাওয়া এবং দেউলিয়াত্বের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার মত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে (Goodell 2020, 2)। অপরদিকে পরিচালনাগত দুর্বলতা, অপরিণত পুঁজিবাজার ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে (বাংলাদেশসহ) উন্নয়নশীল দেশসমূহের পক্ষে করোনার অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ অনেকটাই কঠিন হয়ে উঠবে (Gorg, Krieger-Boden & Nunnenkamp, 2020, N.P; Wilson, 2020, N.P) বলে মনে করা হচ্ছে।

দেশের মোট বীমার ৩৪% শতাংশ মেরিন, ৪৩% অগ্নি এবং ১৭% মোটরযান (Mahmud et al. 2020)। অগ্নি বীমার বেশিরভাগ গ্রাহকই তৈরি পোশাকশিল্প; ইতঃমধ্যেই ৩৪৮টি পোশাক কারখানার মধ্যে ২৬৮টি কারখানা অস্থায়ীভাবে বন্ধ থাকা ও বাকি ৮০টি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির কারণে অগ্নি বীমাও সংকটের মধ্যে পড়ে (Ibid.)। অন্যদিকে সমুদ্রপথে স্বাভাবিক কার্গো চলাচল বন্ধ থাকায় মেরিন বীমার প্রিমিয়াম আদায়েও ব্যাপক নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। করোনায় মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে মোটরযান ক্রয়-বিক্রয়েও বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যার কারণে তৃতীয় পক্ষ ও প্রথম পক্ষ মোটরযান বীমা আদায়েও বেশ হিমশিম অবস্থা দেখা যায় (Ibid.)।

বাংলাদেশে মোট ১০০০ টি স্টার্ট-আপ কোম্পানি প্রায় ১.৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ক্ষেত্র তৈরি

করে (Ibid.)। বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ স্টার্ট-আপ কোম্পানিগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই ই-কমার্স, পণ্য সরবরাহ, রাইড শেয়ার ও ফিনটেক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। করোনার নেতিবাচক প্রভাবে এ খাতের ৩০০ প্রতিষ্ঠান প্রায় ৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বিক্রয় লভ্যাংশ হাতছাড়া করে, রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায় ৮০% লভ্যাংশ লোকসানের মুখে পড়ে (Ibid.)। অন্যদিকে করোনার কারণে প্রায় ১৫০,০০০ কর্মচারী প্রত্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭০০,০০০ কর্মচারী পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়ে (Ibid.)।

কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক পরিকাঠামো

'তাওহীদ' বা ঐক্যের দর্শন করোনা মোকাবিলার প্রাথমিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সমস্ত মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে তাওহীদভিত্তিক দর্শন মানুষের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে পারস্পরিক শক্তিশালী নৈতিক সংযোগ তৈরি করে, যার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের মধ্যে মানবিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে করোনা মহামারীর মত ভয়াবহ সংকট থেকে উত্তরণের পাথেয় খুঁজে পেতে পারে (Hossain, 2019, p. 6)।

'খিলাফাহ' বা প্রতিনিধিত্ব (Akhtar & Arif 2000, 636) ভিত্তিক পরিকাঠামো আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতরাজি বা সম্পদের উপর মানুষের একচ্ছত্র অধিকার নিশ্চিত করে (Chapra 2007, 9)। সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তাদের ধারাবাহিক উন্নতি সাধন (Hossain 2019, 6) ও কোভিড-১৯-এর মত যে-কোনো আপতিত সমস্যা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে।

'আদল' বা ন্যায়বিচার (Akhtar & Arif 2000, 637) কোভিড-১৯ মোকাবিলার পরবর্তী পরিকাঠামো হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই পরিকাঠামোটি মূলত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, মালিকানা নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদের অপচয় রোধ করে সমাজে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সম্পদ অর্জন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সবার অধিকার (Al-Qurān, 57:25) প্রতিষ্ঠা করে।

'ইহসান' বা কল্যাণকামিতা এবং 'ফরজ' বা জবাবদিহি (Naqvi 1994, 31) ইসলামী অর্থনৈতিক পরিকাঠামো হিসেবে মহামারীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এই দুই পরিকাঠামো মানুষকে ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করে দয়ার্দ্রতা ও জবাবদিহিমূলক অনুভূতির সমন্বয়ে করোনায় আঘাতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ব্যাপক সঞ্জীবনী শক্তির জোগান দিতে পারে।

'মুশারাকাহ' বা অংশগ্রহণও ইসলামী অর্থনেতিক পরিকাঠামো হিসেবে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি মূলত করোনার মত যেকোন পরিস্থিতি মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণের সম্মিলিত প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যেটি একইসঙ্গে যৌথভাবে সমস্যা মোকাবিলার পাশাপাশি করোনায় তৈরি হওয়া সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে।

'জুহুদ' বা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, 'বাসাত্বাহ' বা সাদাসিধা জীবনযাপন, 'আরহাম' বা সামাজিক সম্পর্ক, 'তাআউন' বা পারস্পরিক সহযোগিতা, 'সবর' বা ধৈর্য এবং 'তাওয়াক্কুল' বা ভরসা--এ সবই করোনা মহামারীর ধাক্কা সামলানোর জন্য প্রভাবশালী ইসলামী অর্থনৈতিক পরিকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

'জুহুদ' মূলত মানুষকে চরম প্রতিকূল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে অনুকূল পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হওয়ার সক্ষমতা তৈরি করতে টনিক হিসেবে কাজ করে; 'বাসাত্বাহ' বা সাদাসিধা জীবনযাপন মানুষকে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত ভোগবান্ধব জীবনযাপন থেকে প্রয়োজন-নির্ভর মধ্যমপন্থী জীবনযাপনে অভ্যস্ত করতে সহায়তা করে; 'আরহাম' বা সামাজিক সম্পর্ক সমাজভিত্তিক অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে এবং 'তাআউন' বা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাঠামো মূলত স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক শক্তিশালী সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর মত যেকোন সম্ভাব্য ও আপতিত বিপদ মোকাবিলায় গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সর্বোপরি, বিপদ মোকাবিলায় যদি কখনো কখনো বিজ্ঞানভিত্তিক সহযোগী মাধ্যমসমূহ পারিপার্শ্বিক কারণে অকার্যকর কিংবা অপ্রতুল হয়ে পড়ে তখন ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল চূড়ান্ত মানসিক শক্তি হিসেবে সংকটের মাঝেও মানুষের বেঁচে থাকাকে অর্থবহ করে তোলে।

কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক পরিকাঠামো

তাওহীদ বা ঐক্য	ফরজ বা জবাবদিহিতা	আরহাম বা সামাজিক
খিলাফাহ বা প্রতিনিধিত্ব	মুশারাকাহ বা অংশগ্রহণ	তাআউন বা সহযোগিতা
আদল বা ন্যায়বিচার	জুহুদ বা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা	সবর বা ধৈর্য
ইহসান বা কল্যাণকামিতা	বাসাত্বাহ বা সরল জীবন	তাওয়াক্কুল বা ভরসা

টেবিল নং ১, সূত্র: লেখক

করোনার ক্ষতি মোকাবিলায় ইসলামী অর্থনৈতিক কৌশলসমূহ

করোনার আঘাতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ঝুঁকি প্রতিরোধে বাধ্যতামূলক দান হিসেবে যাকাত (Huq 1996, 229-230) এবং ঐচ্ছিক দান হিসেবে ওয়াক্বফের টেকসই সম্ভাবনা বিদ্যমান। যাকাত এবং আওক্বাফকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নীতি ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমন্বয় করে রাষ্ট্রের মূল ধারার উন্নয়নে সংযুক্ত করা গেলে দুটো মাধ্যমই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহ প্রতিরক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে (Ahmed, 2004, p.15)। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশেসমূহকে সুদ-ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ঋণের সীমাহীন বোঝা থেকে মুক্তি দিতে যাকাত একটি নিয়ামক বিকল্প (Hassan 2006, N.P)। কারণ দেশি ও বিদেশি ঋণের সুদ আদায়ে রাষ্ট্রকে যে

পরিমাণ টাকা অনুৎপাদন ব্যয় হিসেবে আদায় করতে হয়, অর্থব্যবস্থায় যাকাতের সংযোজন থাকলে, তা থেকেই প্রদেয় সুদের সমপরিমাণ টাকা দিয়ে করোনার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় নানামুখী প্রকল্প বাস্তাবায়ন করা সম্ভব। যেমন, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট ঋণের প্রাক্কলিত সুদের পরিমাণ প্রায় ৬৯ হাজার কোটি টাকা (Al-Ferdous, 2021)। অথচ এর সমপরিমাণ অর্থ যাকাত ও অন্যান্য ইসলামী উৎস থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভব, যা একইসঙ্গে সুদমুক্ত ও উৎপাদনমুখী। অন্যদিকে সরকারের তীব্র ঋণের চাপ, বাজেট ঘাটতি, রাষ্ট্রীয় সরবরাহ খাতে ব্যঘাত সৃষ্টিকারী এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধিতে মৌলিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আওক্বাফের ভূমিকাও অপরিসীম (Cizakca 2002, N.P)। এসব প্রতিবন্ধকতা করোনার কারণে আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। একইভাবে যাকাত ও আওক্বাফভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি এ দুই খাতের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদ ও সুযোগের পুনরুৎপাদন ও বণ্টন, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ধারাবাহিক উপার্জন সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ তৈরিতে প্রয়োজনীয় সম্ভাবনা রয়েছে (Ahmed 2004, 15)। উল্লেখ্য যে, যাকাত ও আওক্বাফ শত শত বছর ধরে খিলাফাহ ও তৎপরবর্তী মুসলিম শাসিত অঞ্চলসমূহের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ সরবরাহের মৌলিক উৎস হিসেবে বিবেচিত ছিল।

ইসলামী ব্যাংকিং এবং ফাইনান্স ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তৈরি, বৃহৎ শিল্প বিনিয়োগ, নানাবিধ আমানত পদ্ধতি আর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঈর্ষণীয় প্রবৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন দেশে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক পারস্পরিক লাভ-লোকসান পদ্ধতি, সরাসরি বিনিয়োগ, পারস্পরিক লাভবিহীন অংশগ্রহণমূলক লোকসান-নির্ভর পদ্ধতিসমূহ করোনা মহামারীতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ঝুঁকি থেকে বের হয়ে আসতে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যেকোন আর্থিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বৃহৎ পরিসরে ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যদিকে অর্থনীতি বিনির্মাণে নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে করোনা মোকাবিলায় পুঁজিবাজারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনাও ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে পরিবর্তিত স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে কর্মসংস্থান তৈরি ও আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

অর্থনৈতিক সমাধান হিসেবে অন্যান্য বীমা সেবার পাশাপাশি ইসলামী বীমা বা তাকাফুলও মানুষকে অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করে থাকে (Bakar 2002, N.P)।

উশর (ফসলের যাকাত) (Huq 1996, 229-230) এবং অন্যান্য ঐচ্ছিক সাদাক্বাহসমূহ (করোনার কারণে সৃষ্ট) দরিদ্রতা বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে (Al-Qaradawī 1985, 107)।

হেবা বা স্বেচ্ছাদান, বাধ্যতামূলক উত্তরাধিকার সম্পদ প্রদান (Huq 1996, 229-230), যাকাতুল ফিতর (Al-Qaradawī, 1985, p. 67), কুরবানির গোশত বিতরণ, আর্থিক কাফ্ফারা যেমন যিহার[২], হাদঈ[৩], ফিদইয়া[৪] (Ibid. 118-119), আফয়ু[৫], অনাদায়ী মহর, করজে হাসানার মত ছোট ছোট অর্থনৈতিক খাতসমূহ সীমিত পরিসরে হলেও করোনার অর্থনৈতিক ধকল মোকাবিলা, করোনা সৃষ্ট দরিদ্রতা ও পুষ্টি সংকট দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করতে পারে।

করোনার ক্ষতি মোকাবিলায় ইসলামী অর্থনৈতিক কৌশলসমূহ		
বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	বাণিজ্যিক
যাকাত	ওয়াক্বফ	ইসলামিক ব্যাংকিং
উশর	সাদাক্বাহ	ইসলামিক ক্ষুদ্র ঋণ
যাকাতুল ফিতর	হেবা	ইসলামিক বীমা
কাফ্ফারা	আফয়ু	পুঁজি বাজার
ফিদইয়া	করজে হাসানা	
মহর		
হাদঈ		

টেবিল নং ২, সূত্রঃ লেখক

করোনার ক্ষতি মোকাবিলায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা

ইতোমধ্যে সরকার করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে (BBS 2020) প্রায় ১৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংকটকালীন তহবিল ঘোষণা করলেও এখনো তা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী পর্যন্ত বাস্তবায়নে জটিলতা বিদ্যমান (WB 2021, p. ii)। এ ক্ষেত্রে সহযোগী প্রকল্প ও তহবিল উৎস হিসেবে

২. স্বামী তার স্ত্রীকে যদি যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম যেমন মা অথবা বোন এমন কারো সঙ্গে কিংবা তাদের শরীরের কোনো অংশের সঙ্গে তুলনা করে তবে তাকে যিহার বলে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে যদি বলে, তুমি আমার কাছে আমার মা অথবা বোনের পিঠের মত অথবা তাদের অর্ধেকের মত, তাহলে ফকীহদের বিভিন্ন মত অনুযায়ী স্বামীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। একে যিহারের কাফ্ফরা বলা হয় (Al-Qurān, 58:2, 3; 33:4)।

৩. ক্বিরান (অভিন্ন ইহরামে হজ্জ ও ওমরা পালনকারী) কিংবা তামাত্তু' (আলাদা আলাদা ইহরামে) হজ্জ আদায়কারীর পক্ষ থেকে কুরবানীর দিনসমূহের যে-কোনো দিনে যবেহ করা পশুকে হাদঈ বলা হয় (Al-Qurān, 2:196; 5: 97)।

৪. বার্ধক্য, দুগ্ধ পান করানো বা গর্ভবতী হওয়ায় রোজা রাখতে অক্ষমদের পক্ষ থেকে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দরিদ্রদেরকে খাবার খাওয়ানো বা বিতরণকে ফিদইয়া বলা হয় (Al-Qurān, 2:184)।

৫. প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দান করা, কারো প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সক্ষমতা অনুযায়ী প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দান করা, যে দানের কারণে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোনো ধরনের কষ্ট অনুভূত হয় না (Al-Qurān, 2:219; 7: 199)।

ইসলামী অর্থনৈতিক উৎসসমূহের আলোকে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়নে করোনার অর্থনৈতিক ধকল মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য সমাধান মিলতে পারে।

ব্যক্তিগত পদক্ষেপ নীতিমালা (Individual Initiative Policy, IIP) : শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ-সবল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ইসলাম নিজস্ব উদ্যোগে জীবিকা অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, যা সরাসরি কুরআন (Al-Qurān, 62:10) ও সুন্নাহ (Al-Bukhārī 2003, 2027) দ্বারা প্রমাণিত। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-সহ অন্য নবী-রাসূলদের মেষ চরানোর মত দায়িত্ব পালনের ঘটনা থেকেও নিজস্ব জীবিকা অন্বেষণের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় (Al-Bukhārī 2003, 2262)। সে দৃষ্টিকোণ থেকে করোনার অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রাথমিক নীতি হল 'ব্যক্তিগত পদক্ষেপ নীতিমালা'। এ নীতিমালা মূলত করোনায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ব্যক্তিগত ও সম্ভব হলে পারিবারিক অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখা ও অর্থনৈতিক ধকল কাটানোর জন্য সম্ভাব্য যেকোন অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও সুযোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

সামাজিক পদক্ষেপ নীতিমালা (Societal Initiative Policy, SIP) : কখনো কখনো প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণের সংকটে পড়ে মানুষ জীবিকানির্বাহে সক্ষম হয় না, এ ক্ষেত্রে সমাজের সৌভাগ্যবান এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল অংশ কর্তৃক সেসকল সুযোগ-সুবিধা তৈরির চেষ্টা করা (Al-Qaradawī, 1985, p.35) কিংবা সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী করোনাকালীন কিংবা করোনা-পরবর্তী সময়ে সম্ভাব্য যেকোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সামাজিক দায়িত্ববোধের মধ্যে পড়ে। এর শারঈ প্রমাণ পাওয়া যায় ভিক্ষুক ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ-এর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ঘটনা থেকে (Abū Dāwūd 2005 1641)। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খাদীজা রা. নিজের ব্যবসার অংশীদার নিয়োগ দেওয়া কিংবা ব্যবসা দেখভাল করার দায়িত্ব দেওয়াও মূলত 'সামাজিক পদক্ষেপ নীতিমালা'র মধ্যেই পড়ে। সুতরাং এই নীতির অংশ হিসেবে করোনায় আক্রান্ত দরিদ্র কৃষকদের মাঝে সরকারি কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন চাষযোগ্য অলস জমি শর্তসাপেক্ষে স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে, বাণিজ্যিক কিংবা সহযোগিতার ভিত্তিতে দান এবং খাত ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অন্যান্য অলস সম্পদও উপযুক্ত ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া যেতে পারে। ইতোমধ্যে খাদ্য সংকটের কারণে জনগণকে লকডাউনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে যেখানে বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনাও পরিলক্ষিত হয় (*Al-Jazeera*, April 06, 2021), তাই এ নীতিমালার অধীনে মসজিদ কিংবা সরকারি গুদামঘরভিত্তিক বিনামূল্যে ব্যাপক 'বয়স্ক রেশন' এবং 'জরুরি রেশন বিতরণ প্রকল্প' পরিচালনা করা যেতে পারে। 'সাসপেনশান মিল' বা অতিরিক্ত খাবার প্রকল্প ও এই সময়ের জন্য করোনা মোকাবেলায় নিয়ামক সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। একজন ক্রেতা তার প্রয়োজনাতিরিক্তি কিছু পণ্য ক্রয় করে সেগুলো দোকানির কাছে রেখে আসবে এই শর্তে যে, দোকানি এই পণ্যগুলো 'চাওয়া'-ভিত্তিক নীতিতে অসহায় মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করবে। কাঁচা-বাজার, রেস্টুরেন্ট,

যাতায়াতসহ সব ক্ষেত্রেই এই নীতির চর্চা করোনার অর্থনৈতিক সংকট দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য যে, যদিও সরকার রেশন বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, তবে প্রয়োজন ও পরিস্থিতির তুলনায় তা একেবারেই অপ্রতুল।

তাআউন বা সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নীতিমালা (Cooperational Initiatiave Policy, CIP) : করোনার আঘাতে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান হারিয়ে যারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিংবা সামগ্রিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের অভাবে যাদের জন্য নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তারা এমন কোনো দেশ কিংবা শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করবে যেখানে কর্মসংস্থান ও স্বাভাবিক জীবননির্বাহের মৌলিক সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা রয়েছে (Al-Qaradawī, 1985, p. 53)। এ ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনার আলোকে (Al-Qurān, 5:2) পারস্পরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক ও বিনিময়চুক্তির আলোকে যাতায়াত অনুমোদিত সম্পদশালী দেশ কিংবা অঞ্চলসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতায় করোনায় ভাগ্যাহতদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেওয়া যায়। মদীনায় মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের ঐতিহাসিক সহযোগিতা ও ত্যাগকে (Al-Bukhārī 2003, 2719) 'সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নীতিমালা'র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বন্ধুত্বপরায়ণ পদক্ষেপ নীতিমালা (Friendly Initiative Policy, FIP) : করোনায় সমাজের ভাগ্যাহত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদেরকে অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ দিতে এটি খুবই কার্যকরী পদক্ষেপ। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বিধবা, ইয়াতিম, কাজ করতে অক্ষম বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার মানুষদের এই নীতির অধীনে এবং ইনসাফ ও ইহসান কাঠামোর (Al-Qurān, 16:90) আলোকে পুনর্বাসনের আওতায় আনতে হবে। তাদের শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন গড়ে দেওয়ার অংশ হিসেবে আশপাশের দানশীল ব্যক্তিবর্গ (Al-Qaradawī, 1985, 53) রাষ্ট্র, সমাজ, প্রতিবেশী এবং নিকটাত্মীয়দের (Al-Qurān, 2:177) উপর এর দায়িত্ব বর্তায়।

প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নীতিমালা (Institutional Initiative Policy, InIP) : এ নীতিমালার অংশ হিসেবে করোনাকালীন অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের স্বাভাবিক সরবরাহ ধরে রাখার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. জরুরি দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল (Emergency Crisis Response Fund, ECRF) : যাকাত ও নগদ আওক্বাফের সমন্বয়ে গঠিত এই তহবিলের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য দেশব্যাপী খাবার-ব্যাংক স্থাপন, কোল্ড-স্টোরেজ ও মাল-গুদাম তৈরিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে এই তহবিল থেকে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে খাবার বিতরণ ও প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ প্রদান, পাবলিক ইউটিলিটি যেমন, পানি, বিদ্যুৎ ও

গণপরিবহনের জ্বালানি ব্যয়ভার বহন (সাবসিডাইজ) করা যেতে পারে। করোনার শুরুর দিকে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়লেও পরবর্তীকালে অনেক প্রবাসী চাকুরি ও ব্যবসা হারিয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন, তাদের সংকটাপন্ন পরিবারকে এই তহবিল থেকে খণ্ডকালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ করোনার অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত খাত, এ ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে এই তহবিল থেকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে দেশব্যাপী লক্ষ-লক্ষ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীর শিক্ষা ও কর্মজীবন টিকিয়ে রাখার প্রয়াস চালানো যেতে পারে। অভিভাবকদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষাবেতন প্রদান করতে অক্ষম যেসব শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়েছে তাদেরকে আংশিক কিংবা পূর্ণ বেতন প্রদানের মাধ্যমে স্বাভাবিক শিক্ষাজীবনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে যারা ডিভাইস বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত উপকরণের অভাবে অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম তাদেরকেও এই তহবিল থেকে সহযোগিতা করা যেতে পারে। কৃষি অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ করোনায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে নতুন করে কৃষিকার্যক্রম শুরুর জন্য এই তহবিল থেকে কৃষকদেরকে বিনামূল্যে সার, বীজ, জমি চাষের ট্রাক্টর, কৃষিদক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, অন্যান্য হালকা কৃষি সরঞ্জামাদি এবং টেকসই কৃষিখাতের ধারাবাহিকতার জন্য উন্নততর কৃষি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। দুগ্ধ ও পোল্ট্রি শিল্পে ও শর্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করা যেতে পারে।

২. এক কেন্দ্রীভূত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনবল নিয়োগ : করোনায় আক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য এক কেন্দ্রীভূত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন (One Stop Crisis Centre), অনলাইন ও অফলাইন সেবা, জরুরি ব্যবসা ও সাময়িক কর্মসংস্থান তথ্যকেন্দ্র, সহযোগিতা বুথ স্থাপন এবং সেসবের অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনবল নিয়োগে এ তহবিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। করোনার ব্যাপক সংক্রমণ রোধে নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের (Muslim 2003, 2361) গবেষণায়ও এ তহবিল ব্যবহৃত হতে পারে। দেশব্যাপী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ অংশকে (বয়স্ক, শিশু, গর্ভবতী মহিলা, ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী ক্রয় অক্ষম ইত্যাদি) বিনামূল্যে সুরক্ষা উপকরণ যেমন মাস্ক, গ্লাভস, মুখমণ্ডলের নিরাপত্তাঢাল (ফেস শিলড), সেনিটাইজার প্রদান ও বিতরণের জন্য নিরাপত্তা বুথ স্থাপন ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগেও এ তহবিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে তহবিলসংকট দেখা দিলে ইসলামী শরীয়ার 'জরুরাতের' ভিত্তিতে অগ্রিম যাকাত সংগ্রহ কর্মসূচী হাতে নেওয়া যেতে পারে।

৩. সম্মিলিত ইসলামিক কম্যুনিটি ব্যাংক (Combined Islamic Community Bank, CICB) : করোনা মহামারীর কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ঝড় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য 'সম্মিলিত ইসলামিক কম্যুনিটি ব্যাংক'-এর ধারণা ব্যাপক আশার আলো দেখাতে পারে। ইসলামী শরীয়ার সবগুলো সামাজিক তহবিল যেমন, যাকাত,

আওক্বাফ, করজে হাসানা, এককালীন দান, হেবা ও সামাজিক জবাবদিহিমূলক বাণিজ্যিক তহবিল (সিএসআর)-সহ অন্যান্য তহবিল এমন ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে দেশ সুদভিত্তিক ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও বাজেট ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি বৃহত্তর পরিসরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৪. **সামাজিক শিল্প** (Social Industries, SI) : করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী সুরক্ষাসামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। যাকাত ও আওক্বাফ তহবিলের সমন্বয়ে ফিকহুল আওলাউইয়্যাত (অগ্রাধিকার ব্যবস্থাপনা) এবং ফিকহুল ওয়াকে' (পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা)-এর আলোকে সুরক্ষাসামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি যেমন ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (পিপিই), আইসিইউ বেড, মাস্ক, ফেস শিল্ড, স্যানিটাইজার, গ্লাভস ও অক্সিমিটার ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে 'সামাজিক শিল্প' (Social Industry, SI) প্রতিষ্ঠা করোনাকালে অর্থনৈতিক দুর্দশা মোকাবেলায় অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে। করোনার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য শিল্পের কর্মসংস্থান হারানো শ্রমিকদের এখানে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুর্নবাসন করা গেলে অর্থনীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

৫. **সাময়িক কর্মসংস্থান কর্মসূচী** (Temporary Public Work Program, TPWP) : ফিকহুল ওয়াকে'র (পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা) আলোকে, 'সাময়িক কর্মসংস্থান কর্মসূচী' (WB 2020, 50) একটি অনুকরণীয় পদক্ষেপ হতে পারে। করোনাকালে স্থায়ী কর্মসংস্থান হারিয়ে যারা নানাবিধ মানসিক ও আর্থিক দুঃশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে, তাদের জন্য এ প্রকল্পটি হতে পারে নতুন আশাসঞ্চারী। এ প্রকল্পের অধীন খণ্ডকালীন চুক্তিতে খাবার পৌঁছানোর কাজ, করোনা রোগী এবং সম্মুখযোদ্ধাদের শিশুসন্তান ও তাদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখভালের দায়িত্ব, জনসমাগমের জায়গাসমূহ জীবাণুমুক্ত করার কাজ, করোনা-আক্রান্ত, লকডাউন, বয়োজ্যেষ্ঠতা বা অন্যান্য অসুস্থতার কারণে যারা বাইরে যেতে পারে না তাদের জন্য জরুরি ঔষধ ও বাসায় সেবা নেওয়া যায় এমন চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহের কাজ এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এতে স্বল্প পরিসরে হলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে।

৬. **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব তহবিল** (Private-Public Partnership Fund, PPPF) : বিশেষায়িত ব্যবস্থাপনার (A special purpose vehicle, SPV) অধীনে এ তহবিল করোনা মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অংশীদারত্ব কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গৃহীত এই তহবিলে দেশের বড় বড় সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, অনুদান ও ত্রাণসংস্থা এই তহবিলের মূল দাতা হিসেবে সহযোগিতা করবে। এই তহবিল দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে করোনা হাসপাতাল, কম্যুনিটি ক্লিনিক, দেশব্যাপী জরুরি স্বাস্থ্য-সহযোগিতা বুথ, কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরতদের নিয়মিত খবরাখবরের জন্য কল

সেন্টার স্থাপন, টিকা গবেষণাগার ও গবেষণা কাজে অর্থায়ন এবং বিনামূল্যে টিকাপ্রদান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে পারে।

৭. **ব্যাংকিং বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা :** করোনায় আর্থিক দুর্দশা মোকাবেলায় দায়িত্বশীলতা ও দয়ার্দ্রতার অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইনান্স খাতের ব্যাপক জবাবদিহিমূলক ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। এ খাত তাদের গ্রাহকেদেরকে ঋণ মওকুফ, ঋণ আদায়ের সময় বৃদ্ধি এবং করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শর্তসাপেক্ষে ঋণসুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে যে-সকল উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও বড় পরিসরে কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে দেশের মূল ধারার অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে অথচ করোনার কারণে তাদের উৎপাদন বাধাগ্রস্ত ও কর্মসংস্থান সংকোচনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহযোগিতা করা। অর্থনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলো দেশব্যাপী তাদের শাখাসমূহ ও জনবল সংযুক্তির মাধ্যমে প্রান্তিক জনপদে করোনা সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সচেতনতাসহ অন্যান্য সেবামূলক সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যদিকে পুঁজিবাজারে সুদমুক্ত 'কোভিড-১৯ সুকুক' চালু করার মধ্য দিয়ে করোনায় ধসে-পড়া অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানই এ সুকুকের মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতির 'তাআউন' (Al-Qurān, 4:2) কাঠামোর আলোকে করোনায় অর্থনৈতিকভাবে কম ক্ষতির সম্মুখীন আর্থিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সুকুক ক্রয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

৮. **ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা :** প্রান্তিক পর্যায়ে করোনার অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলানোর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। ইতোমধ্যে করোনার তীব্র আঘাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের শিল্প উদ্যোগ (এসএমই) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, লকডাউনে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার অব্যাহত ঝুঁকিতে রয়েছে। এমতাবস্থায় নতুন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে 'বিস্তৃত করজে হাসানা প্রকল্প' (Comprehensive Qard al-Hasanah Scheme, CQHS) নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ঋণ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে (মু'ছির) ইসলামী অর্থনীতির ইহসান কাঠামোর আলোকে বিদ্যমান ঋণের উপর পর্যাপ্ত সময় বৃদ্ধি অথবা সম্ভব হলে সেসব ঋণ সাদকা হিসেবে মওকুফ করে দিয়ে (Al-Qurān, 2:280) নতুন করে করজে হাসানা প্রকল্পের অধীন অর্থায়ন করা যেতে পারে। শহুরে কর্মসংস্থান হারিয়ে প্রান্তিক জনপদে দরিদ্রতা বৃদ্ধির ঝুঁকি তৈরি করা শ্রমিকদের মাঝে প্রকল্পের অধীন রিকশা, অটোরিকশা, ছোট পরিসরের মৎস, দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারের প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত সহযোগিতা,

সেলাই মেশিন ও বুটিক প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ কর্মসংস্থানমূলক কাজে এই প্রকল্প থেকে অর্থায়ন করা যেতে পারে।

৯. ইসলামিক **বীমা ও তাকাফুল :** করোনার দুশ্চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে গুণগত ভূমিকা রাখতে পারে এ খাতটি। নিম্ন আয়ের চাকুরিজীবীদের মধ্যে যারা করোনা সংক্রমণের সম্ভাব্য ঝুঁকিতে আছে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প, নির্মাণ খাত, রেস্টুরেন্ট, গণপরিবহন শ্রমিক এবং কোভিড-১৯ সম্মুখযোদ্ধা স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সম্ভব হলে বিনামূল্যে কিংবা নামমাত্র মূল্যে জরুরি বীমানীতি (পলিসি) প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং বিদ্যমান বীমানীতি (পলিসি) পুনর্মূল্যায়ন করে সেগুলোতে কোভিড-১৯ চিকিৎসাসেবা অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে করোনা মোকাবিলায় এ খাতের অংশগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হতে পারে।

১০. **মধ্যমপন্থী জীবনযাপন** (Cost-effective Livelihood) : জীবনযাত্রার এ সচেতনাবোধ করোনার অর্থনৈতিক ধকল থেকে মানুষদেরকে পরিত্রাণ দিতে পারে। ইসলামি পদ্ধতিতে সাদাসিধে মধ্যমপন্থী জীবনযাপন শ্রেয়। দুর্যোগ মোকাবিলায় ইউসুফ আ.-এর গৃহীত নীতি (Al-Qurān, 12:47, 48) এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ প্রবণতা কমিয়ে দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও অতিরিক্তি ভোগবান্ধব জীবনযাপন থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই মধ্যমপন্থী জীবনে অভ্যস্ত হওয়া সহজ হতে পারে। তার অংশ হিসেবে রাষ্ট্রের সরকারি ও বেসরকারি প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও সামাজিক গণমাধ্যমের সহযোগিতায় দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে 'জরুরি ও প্রয়োজননির্ভর জীবনযাপন' কে মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে পরিচিত করা দরকার। এটি করোনার অর্থনৈতিক বিপদ মোকাবিলায় সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অন্যদিকে অতিরিক্ত কঠোরতা (তাশাদ্দুদ) পরিহার এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির (তাসামুহ) চর্চার মাধ্যমে মধ্যমপন্থী নীতি লালন করোনা মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সক্ষম প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মচারী ও কর্মকর্তা ছাঁটাইয়ের মত কঠিন সিদ্ধান্তে না গিয়ে বরং ভারসাম্য বজায় রেখে সাময়িকভাবে আংশিক বেতন কর্তনের মাধ্যমে তাদেরকে চাকুরীতে বহাল রেখে (WB 2020, 51) আর্থিক ও মানসিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

উপসংহার

প্রবন্ধের শেষে এ কথা বলা যেতে পারে যে, ইসলামিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোকে উপর্যুক্ত নীতিমালাসমূহ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলে করোনা মহামারীর ধকল থেকে বাংলাদেশ খুব দ্রুত বের হয়ে আসতে সক্ষম হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও বেগবান হবে। পূর্ববর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ মূলত এসব অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দরিদ্রতা দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সফলতার

সঙ্গে বাস্তবায়নসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থের জোগান দিত, যা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় অর্থমন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও পুঁজিবাজারের কর্মযজ্ঞের সমান্তরাল বলা যেতে পারে। প্রবন্ধটিতে মূলত করোনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানের আলোকে তৈরি পোশাক, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংক ও বীমাসহ অন্যান্য শিল্পের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এসব সমস্যা বাংলাদেশের জন্য অর্থনীতির গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে বিকল্প ফলপ্রসূ পদ্ধতির অনুসরণকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও তার কাঠামো সে বিকল্প ব্যবস্থার মূল হাতিয়ার হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। বিকল্প প্রস্তাবনার অংশ হিসেবে ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোকে 'ব্যক্তিগত পদক্ষেপ নীতিমালা' (Individual Initiative Policy, IIP), 'সামাজিক পদক্ষেপ নীতিমালা' (Societal Initiative Policy, SIP), 'সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নীতিমালা' (Co-operational Initiative Policy, CIP), 'বন্ধুত্বপরায়ণ পদক্ষেপ নীতিমালা' (Friendly Initiative Policy, FIC), 'জরুরি দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল' (Emergency Crisis Response Fund (ECRF), 'সম্মিলিত ইসলামিক কম্যুনিটি ব্যাংক' (Combined Islamic Community Bank (CICB), 'সামাজিক শিল্প' (Social Industry, SI), 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব তহবিল' (Private-Public Partnership Fund (PPPF), 'কোভিড-১৯ সুকুক' (Covid-19 Sukuk), 'বিস্তৃত করজে হাসান প্রকল্প' (Comprehensive Qard al-Hasanah Scheme, CQHS), 'মধ্যমপন্থী জীবন যাপন' (Hayat al-Mutawassitah Policy (HMP) বা (Cost-effective livelihood or simplicity) ইত্যাদিকে নীতিমালা হিসেবে প্রস্তাবনায় আনা হয়েছে। এসবের পাশাপাশি সাদাক্বাহ, ইনফাক্ব, মহরের মত ইসলামী অর্থব্যবস্থার সহযোগী খাতসমূহও করোনা মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী। সুতরাং উল্লিখিত নীতিমালাসমূহ গ্রহণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ করোনার অর্থনৈতিক ধকল মোকাবেলায় অনেকাংশে সফল হবে বলে আশা করা যায়। কারণ এসব নীতিমালা ওহীর জ্ঞানের ভিত্তিতে নির্দেশিত ও আলোকিত।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdī al-Sijistānī, 2005. *Al-Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ahmed, Dr Habib. 2004. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IDB: Islamic Research Training Institute.

Ahmed, Zobaer. 2021. "COVID: Bangladesh's Textile Industry Hit Hard by Pandemic" *Deutsche Welle (DW),* Feb. 12, 2021. Accessed April 18, 2021. https://www.dw.com/en/covid-bangladeshs-textile-industry-hit-hard-by-pandemic/a-56552114

Akhtar, M. R., & Arif, G. 2000. Poverty Alleviation on a Sustainable Basis in the Islamic Framework. *The Pakistan Development Review, 39* (8), 631-647.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'īl. 2003. *Al-Jami' As-Sahīh*.Translated by: Translation Board. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Al-Ferdous, H. (10th June 2021). The domain of Suffering: the National Budget 2021-2022.

Ali, M. H. 2020 . Corona Crisis: Need Alternative Way to Evaluate Learner. (31 August 2020

Al-Jazeera. 2021. Bangladesh protest over COVID curbs turns violent, three-shot. 06 April 2021. Accessed April 18, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/4/6/bangladesh-protest-over-covid-curbs-turns-violent-three-shot

Al-Qaradawī, Yūsuf. 1985. *Mushkilah al-Faqr wa-Kayfa 'Alajah al-Islām*. Beirut: M´uassasah al Risālah.

Al-Qaradawī, Yūsuf. 2010. *Economic Security in Islam* (M. T. Siddiqui, Trans). Kuala Lumpur: Dar al-Wahi Publication.

Anwar, S., Nasrullah, M., & Hosen, M. J. 2020. "COVID-19 and Bangladesh: Challenges and how to Address Them" *Frontiers in Public Health,* 30 April 2020. Accessed May 8, 2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh. 2020.00154/full

Bakar, M. D. 2002. The Problem of Risk and Insurable Interest in Takaful: A Jurisprudential Analysis. M. Iqbal (Ed.), *Islamic Economic Institutions Elimination of Poverty*. Leicester: The Islamic Foundation. 233-253.

Bangladesh Protidin. 29 March 2021. https://www.bd-pratidin.com/coronavirus/2021/03/29/633556

BBS, Bangladesh Bureau of Statistics. (26th April 2020). Humanitarian Aid Implementation Guidelines. Dhaka: FA & MIS Wing.

Begum, M., Farid, M. S., Alam, M. J., & Barua, S. 2020. COVID-19 and Bangladesh: Socio-Economic Analysis towards the Future Correspondence. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics, 38*(9). 143-155.

BER. 2019. *Bangladesh Economic Review*. Dhaka: Ministry of Finance, Bangladesh.

BER. 2020. *Banglades Economical Review.*Dhaka: Ministry of Finance, Bangladesh.

BMET (Bureau of Manpower Employment and Training). 2021. *Overseas Employment and Remittances From 1976-2021(Up to Feb)*. http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction

Chapra, M. U. 1983. Monetary policy in an Islamic economy. *Money and Banking in Islam.* Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics.

Chapra, M. U. 2007. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Sharī 'Ah*. Jeddah: IDB: Islamic Research Training Institute.

Choudhury, S. R. 2020. "The Coronavirus Outbreak is Crushing Bangladesh's Garment Export with Growing Order Cancellations" *CNBC,* 27 March 2020. Accessed May 8, 2021. https://www.cnbc.com/2020/03/27/coronavirus-bangladesh-garment-sector-faces-growing-order-cancellations.html

Cizakca, M. 2002. Latest Developments in the Western non-Profit Sector and the Implications for Islamic Awqaf. M. Iqbal (Ed.), *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*. Leicester: The Islamic Foundation. 263-287

Cudjoe, G., Breisinger, C., & Diao, X. 2010. Local Impacts of a Global Crisis: Food Price Transmission, Consumer Welfare and Poverty in Ghana. *Food policy, 35*(4), 294-302.

Daily Prothom Alo, 02 May 2020. https://www.prothomalo.com/bangladesh/ বলি- দিতে- না- পেরে- সন্তান- বিক্রি- কোলে- ফিরিয়ে- দিল#bypass-sw

Dhaka: Bangladesh. Jagonews24.com.

Ghosh, R., & Saima, F. N. 2021. Resilience of Commercial Banks of Bangladesh to the Shocks Caused by COVID-19 Pandemic: an Application of MCDM-based Approaches. *Asian Journal of Accounting Research*. doi:10.1108/AJAR-10-2020-0102

Goodell, J. W. 2020. COVID-19 and Finance: Agendas for Future Research. *Finance Research Letters, 35*, 101512. doi:10.1016/j.frl.2020.101512.

Gopinath, G. 2020. The Great Lockdown: Worst Economic Downturn since the Great Depression. *IMF blog, 14*.

Gorg, H., Krieger-Boden, C., & Nunnenkamp, P. 2020. *Poor Countries have the Least-Developed Financial Systems—that has to Change.*

Paper presented at the World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2016/08/poor-countries-have-the-least-developed-financial-systems-that-has-to-change.

Haque, A. 2020. The COVID-19 Pandemic and the Public Health Challenges in Bangladesh: a Commentary. *Journal of Health Research, 34*(6), 563-567.

Hasan, M. R. 2020. "Amid COVID-19 Hunger Fear Mounts in Bangladesh" *Inter Press Service*, 29 April 2020. Accessed May 8, 2021. http://www.ipsnews.net/2020/04/amid-covid-19-hunger-fear-mounts-bangladesh/

Hassan, M. K. 2006. *The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Bangladesh.* Paper presented at a conference in Dhaka. November 24-26.

Hossain, M. M. 2019. *Achieving Sustainable Development Goals: Poverty Alleviation from an Islamic Perspective*. Paper presented at the International Conference on Religion, Governance and Sustainable Development (ICRGD2019). Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.

https://mzamin.com/article.php?mzamin=249018

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., . . . Gu, X. 2020. Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China. *The lancet, 395*(10223). 497-506.

Huq, A. 1996. Poverty, Inequality and Role of some of the Islamic Economic Institutions. M. M.A & Ahmad (Ed.), *Economic Development in an Islamic Framework*. Islamabad: International Islamic University Pakistan. 224-261.

IEDCR. 2020. Research Institute of Epidemiology, Disease Control. Dhaka: Bangladesh.

ILO. 2021. *ILO Monitor: COVID-19 and the world of work.* Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf

Jackson, J. K., Weiss, M. A., Schwarzenberg, A. B., & Nelson, R. M. 2020. Global economic effects of COVID-19. Washington: Congressional Research Service.

Jiku, N. e. A. 2020. "Shutdown of many Private Educational Institutions" *Daily Manab Zamin,*. 1 Nov. 2020. Accessed May 8, 2021.

Kabir, H., Maple, M., & Usher, K. 2020. The Impact of COVID-19 on Bangladeshi Ready Made Garment (RMG) Workers. *Journal of Public Health*. 1-6. DOI:doi:10.1093/pubmed/fdaa126

Karim, M. R., Islam, M. T., & Talukder, B. (2020). COVID-19′s Impacts on Migrant Workers from Bangladesh: in Search of Policy Intervention. *World Development, 136*. doi:10.1016/j.worlddev.2020.105123

Khan, F. 2001. *Waqf: an Islamic Instrument of Poverty Alleviation–Bangladesh Perspective*. Paper presented at the Seventeenth International Conference on the Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Bangi.

Laura, B., Farria, N., & Rachel, H. 2021. "Economic Impacts of COVID-19 on Workers and Firms in Bangladesh's Garment Sector" *International Growth Centre*. 29 Jan. 2021. . Accessed May 13, 2021. https://www.theigc.org/project/economic-impacts-of-covid-19-on-workers-and-firms-in-bangladeshs-garment-sector/

Mahmud, M. A. F., Rafi, A. H., Noman, M. M., Shaekh, A. A., & Rakibuzzaman, M. (Undated). *COVID-19 Impact on Bangladesh Economy*. Dhaka: Lanka Bangla Asset Management Company Limited. https://lbamcl.com/research/

Mittal, S., & Sethi, D. 2009. Food Security in South Asia: Issues and Opportunities. *East Asian Bureau of Economic Research: Development Economics Working Papers No. 22917*.

MOE. 2020. Ministry of Education. Dhaka: Bangladesh [Press release]. https://moedu.gov.bd/

Mohiuddin, A. K. 2020. COVID-19 and 20 Resolutions for Bangladesh. *European Journal of Sustainable Development Research, 4*(4) em0139.

Mozid, A. 2020. Novel Coronavirus (COVID-19). [Press release]. https://www.dghs.gov.bd/index.php/en/home/5373-novel-coronavirus-covid-19-press-release

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qushayrī. 2003. *Al-Musnad Al-Sahīh*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Naqvi, S. N. H. 1994. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation.

Palma, P. 2020. "Coronavirus Pandemic: A big Blow to Overseas Jobs" *The Daily Star,* 04 April 2020. Accessed May 15, 2021. https://www.thedailystar.net/frontpage/news/coronavirus-pandemic-big-blow-overseas-jobs-1889365

Rahman, M. S., & Das, G. C. 2021. Effect of COVID-19 on the Livestock Sector in Bangladesh and Recommendations. *Journal of Agriculture Food Research, 4*.

Roy, R. 2020. "Mitigating Covid-19 Impacts on Food and Agriculture" *The Financial Express,* 03 April 2020. Accessed May 15, 2021. https://thefinancialexpress.com.bd/views/mitigating-covid-19-impacts-on-food-and-agriculture-1585932264

Saha, K. K. 2020. "Pandemic Coronavirus and Price Hike in Medical Items" *The Asian Age*,14 March 2020. Accessed May 15, 2021. https://dailyasianage.com/news/222652/pandemic-coronavirus-and-price-hike-in-medical-items

Sanjan, C. (22 January 2021). Coronavirus: The Decision to Open the Educational Institutes, how to Ensure the Safety?. *BBC News*.

Schwab, K. 2019. *The Global Competitiveness Report 2019*. Geneva. https://www.weforum.org/reports/

Shakhawat, L., & Rashidul, H. 2012. "Padma Bridge with Own Funds" *The Daily Star.* 09 July 2012. Accessed May 5, 2021. https://www.thedailystar.net/news-detail-241334

Shovon, F. 2020. "Loss of Economy in Bangladesh due to Corona [Bengoli]" *Deutsche Welle (DW),* 14 March, 2021.

The Daily Star, 09 March 2020.

https://www.thedailystar.net/frontpage/news/first-coronavirus-cases-confirmed-1878160

The Daily Star, 10 April 2021. https://www.thedailystar.net/frontpage/news/total-lockdown-april-14-2075001

The Daily Star, 16 February 2021. https://www.thedailystar.net/frontpage/news/second-dose-now-after-8-weeks-2045365

The Daily Star. 08 March 2020. https://www.thedailystar.net/business/news/coronavirus-stands-wipe-3b-bangladesh-economy-1877950

WB, World Bank. 2020. *South Asia Economic Focus: Public Banks:* Washington DC The World Bank.

WB, World Bank. 2021. *Bangladesh Development Update*. Retrieved from Dhaka www.worldbank.org/bd

Wilson, E. 2020. "Coronavirus is Cost and Opportunity for Asia's Banks" *Euromoney,* 02 March 2020. Accessed May 15, 2021. https://www.euromoney.com/article/b1kl4kc07s51cv/coronavirus-is-cost-and-opportunity-for-asias-banks